ASEAN
(Association of Southeast Asian Nations)

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতি সংস্থা (Association of Southeast Asian Nations)(ASEAN) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দশটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা, যা ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এর লক্ষ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক বিবর্তন তার সদস্যদের মধ্যে ত্বরান্বিত করা, আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুরক্ষা, এবং সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করা।

আসিয়ানের বর্তমান সদস্য ১০ টি(ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, লাওস, মিয়ানমার, এবং ভিয়েতনাম)

সর্বশেষ সদস্য কম্বোডিয়া (১৯৯৯ সালের ৩০ এপ্রিল)

আসিয়ান ও বিমসটেকের Common Country বলা হয় মায়ানমারকে।

আসিয়ানের পর্যবেক্ষক দেশ দুইটি- পাপুয়া নিউগিনি ও পূর্ব তিমুর

আসিয়ানের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- বালি, ইন্দোনেশিয়া(২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬)

নীতিবাক্য: "একটি দর্শন, এক পরিচয়, এক সম্প্রদায়"/ “One vision, One Identity, One Community)

সদরদপ্তরঃ জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া

বর্তমান মহাসচিবঃ দাতো লিম জক হুই (ব্রুনাই)

আসিয়ান দেশসমূহের মধ্যে স্বল্প ট্যারিফে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে (AFTA-Asean Free Trade Area) চুক্তি কার্যকর হয় ২০০৩ সালে

ASEAN চার্টার স্বাক্ষর করা হয় ২০০৭ সালে নভেম্বরে এবং কার্যকর হয় ২০০৮ সালে।

আসিয়ান রিজনাল ফোরাম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালে, সদস্য সংখ্যা ২৭ টি।

বাংলাদেশ আসিয়ান রিজনাল ফোরাম-এর ২৬ তম সদস্য

আসিয়ান: মূল কথা

আসিয়ান: অঞ্চলের শান্তি, স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে সদস্যদের এবং বহিরাগত দলগুলির মধ্যে সহযোগিতা প্রচারের একটি আঞ্চলিক ব্লক।

আসিয়ান: মূল কথা

ক্ষেত্রফল: ৪.৫ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার

জনসংখ্যা: প্রায় ৬৮০ মিলিয়ন

সদস্য রাষ্ট্র: ১০

ডলার

আসিয়ান: মূল কথা

পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রসমূহ: পূর্ব তিমুর, পাপুয়া নিউ গুনিয়া

জিডিপি: ইউএস $ ২.৫৭ ট্রিলিয়ন ডলার

চীন এবং ভারতের পরে তৃতীয় সর্বাধিক জনবহুল বাজার

আসিয়ান: মূল কথা

বিশ্বের ৬ষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি

জিডিপি প্রবৃদ্ধি: ২০১৭ সালে ৫.৩%; ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে ৪.৮%

আসিয়ান: মূল কথা

২০১৮ এর মধ্যে ব্লকের অর্থনীতি ৫.৭% বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে

কম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার উপভোগ করছে, অন্যদিকে ব্রুনেই ২০১২-১৬ সালের মধ্যে নেতিবাচক বৃদ্ধির সাথে সর্বনিম্ন বৃদ্ধির হার অনুভব করছে

এফডিআই: আন্তঃ-এশিয়ান, প্রবাহের সর্বাধিক অংশ (২০১৫) যুক্ত করে মার্কিন ১২১ বিলিয়ন ডলার

আসিয়ানঃ এর পথে

এসোসিয়েশন সাউথইস্ট এশিয়া(এএসএ) (১৯৬১): মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ড

আসিয়ান ঘোষণা (ব্যাংকক ঘোষণা) ব্যাংকক, ৮ আগস্ট ১৯৬৭

আসিয়ানঃ এর পথে

৫ প্রতিষ্ঠাতা - ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড

আসিয়ান কেন?

উত্তর-ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈরিতা এবং কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহের সম্ভাব্য হুমকির পটভূমিতে গঠিত

আসিয়ানঃ এর পথে

মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি (১৯৭৬): সদস্যরা জোর দিয়েছিলেন

আসিয়ান এর শান্তি, বন্ধুত্ব এবং সংহতি গড়ে তুলতে সহযোগিতার প্রচার

৬ষ্ঠ সদস্য: ব্রুনেই দারুসসালাম(১৯৮৪)

৭ম সদস্য: ভিয়েতনাম (১৯৯৫)

৮-৯ম সদস্য: লাওস পিডিআর, মায়ানমার (১৯৯৭)

১০ম সদস্য: কম্বোডিয়া – ৩০ এপ্রিল, ১৯৯৯

আসিয়ান সনদ: ২০০৭ সালে ১৩ তম শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত।

২০০৮ সালে কার্যকর।

আসিয়ান সম্প্রসারণ: আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (.এআরএফ)

আসিয়ান সংলাপ অংশীদার:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, ইইউ, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়া, ভারত

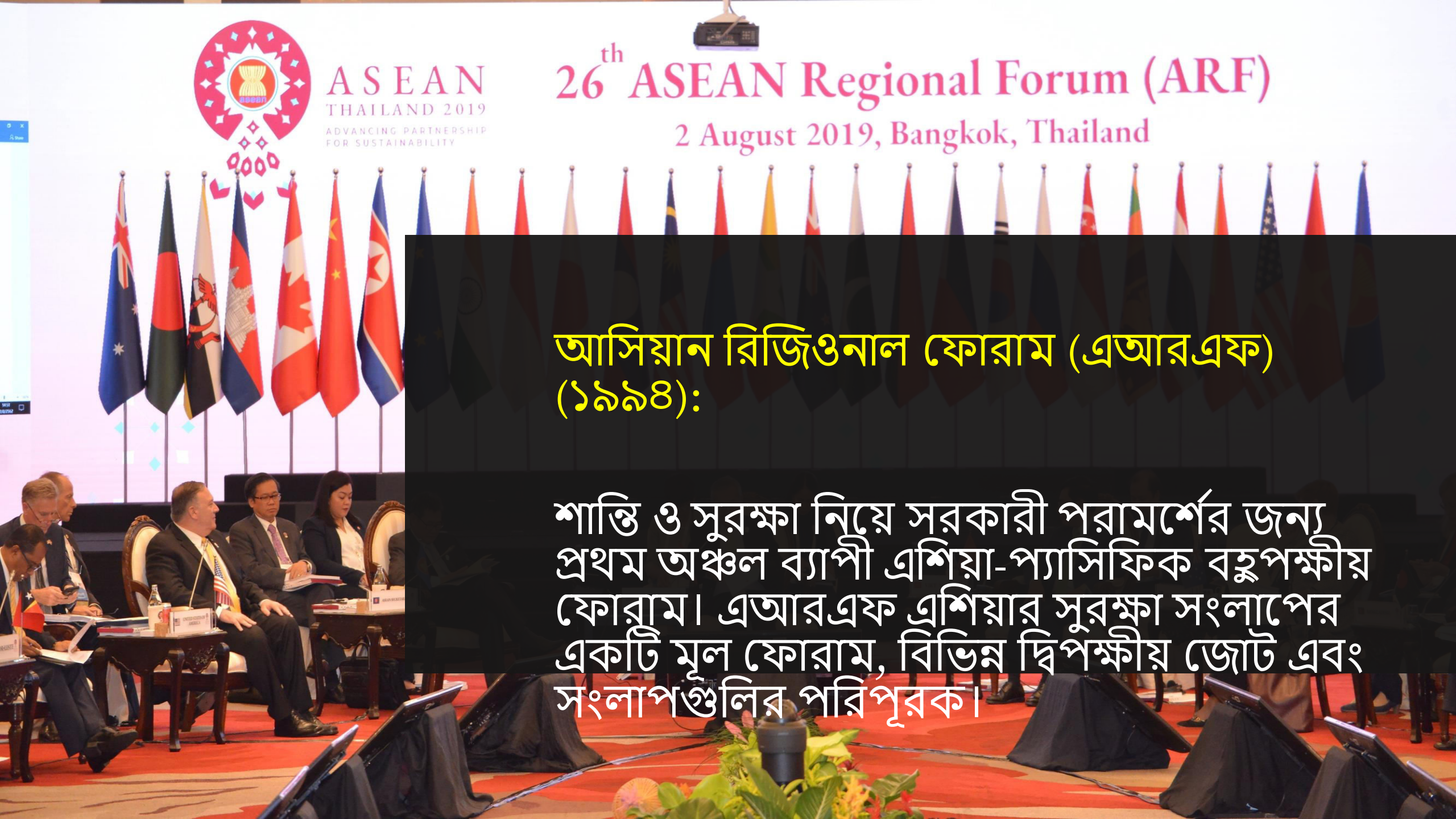

আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (এআরএফ) (১৯৯৪):

শান্তি ও সুরক্ষা নিয়ে সরকারী পরামর্শের জন্য প্রথম অঞ্চল ব্যাপী এশিয়া-প্যাসিফিক বহুপক্ষীয় ফোরাম। এআরএফ এশিয়ার সুরক্ষা সংলাপের একটি মূল ফোরাম, বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় জোট এবং সংলাপগুলির পরিপূরক।

এআরএফ সদস্যসমূহ (২৭)

১০টি আসিয়ান সদস্য দেশ

১০টি আসিয়ান সংলাপ অংশীদার (অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত, জাপান, নিউজিল্যান্ড, প্রজাতন্ত্র কোরিয়া, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

১ আসিয়ান পর্যবেক্ষক (পাপুয়া নিউ গিনি)

উত্তর কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, পাকিস্তান, টিমর-লেস্টে, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা।

আসিয়ান মুক্ত বাণিজ্য

অঞ্চল চুক্তি (১৯৯২)

এএফটিএ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য:

এএফটিএ, বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এবং গুরুত্বপূর্ণ মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলসমূহ (এফটিএ)।

ইইউর মতো আমদানিকৃত সামগ্রীতে সাধারণ বাহ্যিক শুল্কের প্রয়োগ নেই। প্রতিটি আসিয়ান সদস্য তার জাতীয় সময়সূচির ভিত্তিতে আসিয়ানের বাইরে থেকে প্রবেশকারী পণ্যগুলিতে শুল্ক আরোপ করতে পারে।

আসিয়ান আরওও-র সাথেযুক্ত পণ্যগুলি ০-৫% শুল্কহারের জন্য যোগ্য যা সাধারণ কার্যকর অগ্রাধিকার শুল্ক (সিইপিটি) চুক্তি হিসাবে পরিচিত।

আরও সাম্প্রতিক সদস্য সিএমএলভি দেশগুলিকে হ্রাস শুল্কের হার (কম্বোডিয়া (২০১০), লাওস, মায়ানমার (২০০৮) এবং ভিয়েতনাম (২০০৬)) প্রয়োগের জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছিল।

এএফটিএর প্রাথমিক লক্ষ্য:

বিশ্ব বাজারের জন্য উত্পাদনের ভিত্তি হিসাবে অঞ্চলটির প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বাড়ানোর জন্য আসিয়ানের মধ্যে শুল্ক এবং অশুল্ক বাধা অপসারণ

আসিয়ানে আরও বেশি বিদেশী বিনিয়োগের আকর্ষণ বাড়ানো

ধন্যবাদ